প্রকাশক
শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড্
কলিকাতা

তিন টাকা

প্রবাসী প্রেস
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড্
শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

দীপালি

শ্রীসুশীলকুমার দে

অশ্রু-হাসি-অবিচ্ছিন্ন   সে দিনের প্রেম-চিহ্ন,
পাষাণে অঙ্কিত রেখা ওঠে না'ক দাগ,
হৃদয় উপাড়ি' ফেলি   সব স্মৃতি পায়ে ঠেলি—
নয়নের নীরে নাহি মুছে রক্তরাগ !

আজো কত কেঁদে' জাগি   দীর্ঘরাত্রি তোমা' লাগি',
কত সে নরক স্বর্গ পল অনুপল,
আজো সে অশ্রান্ত আশা   অশ্রুরুদ্ধ সেই ভাষা,
আজো ক্ষুব্ধ বুকে কত চাপি করতল !

তবে কি গো ল'বে আর   আমার এ উপহার,
এ প্রেম—বিষাক্ত ফুল, উৎস বেদনার ?
কোথা পা'ব জ্যোৎস্নারাশি ?—   বিকট বিদ্যুৎ-হাসি—
ভস্ম-অবশেষ প্রাণ, স্মৃতির অঙ্গার !

মোর গান ভরা খালি   তব কুৎসা, তব গালি,
অনাদর, অবিশ্বাস, কলঙ্ক কেবল !
এ দুরন্ত তৃষা আশা   এ অসহ্য ভালবাসা
বুকে তব বজ্র-ভার সোনার শৃঙ্খল !

ল'বে না এ উপহার ?—   দেবতা বিমুখ যা'র
এ জগতে স্থান তা'র কোথা দাঁড়াবার ?
ধরা তবু পুণ্যভূমি   ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি—
তোমারে এড়ায়ে বল যা'ব কোথা আর ?

তব অয়স্কান্ত-টানে   এ কঠিন লৌহ-প্রাণে
জাগিছে সঞ্চারী হর্ষ পুলক-বিহ্বল,—
বুঝিতে সময় নাই—   পাপ পুণ্য এক ঠাঁই,
তত্ত্ব মিথ্যা, সুখ দুখ, অমৃত গরল !

এই পুরাতন কথা   পরিচিত ব্যাকুলতা
কে বুঝিবে, কা'রে বল, বেদনা আমার ?—
বাসনার দীপগুলি   একত্র জ্বালায়ে তুলি'
স্মৃতির মন্দিরে দিনু দীপালি আমার !

ক্ষুদ্র এক মধুচক্রে শোভাস্মৃতিমুখ
সারা বসন্তের ; শান্তি কান্তি সমুদ্রের
ভ'রে আছে মুকুতার ক্ষুদ্র স্বচ্ছ বুক ;
বিভব গৌরব যত রত্ন-আকরের
ধ'রে আছে ধরা-গর্ভে হীরা একটুক্ ;
মহিমা গরিমা যত দীপ্ত আকাশের
ল'য়ে ক্ষুদ্র শুকতারা নিয়ত উন্মুখ ;
আহরি' সকল-সার সারা নিখিলের—
শুকতারা চেয়ে দীপ্ত মাধুরী মহান্,
হীরকের চেয়ে শুভ্র সত্য সমুজ্জ্বল,
মুকুতার চেয়ে স্বচ্ছ বিশ্বাস সরল,
পুষ্পমধু চেয়ে মিষ্ট স্নেহ মধুমান্
সজ্জিত আমার তরে আছে থরে থরে
ক্ষুদ্র এক বালিকার প্রস্ফুট অধরে !

ব্রীড়ারক্ত ও কপোল-প্রাচী আলো করি'
যৌবন-উষার হাসি—অশোক-দীপিকা ;
স্নেহের পূর্ণিমা দু'টি নয়নে নিঝ'রি'
বর্ষে স্বচ্ছ মমতার জ্যোছনা-যূথিকা !
প্রভাতের আলোকের পুলক-লহরী,
প্রদোষের অফুরন্ত দিগন্ত-চন্দ্রিকা,—
নিশিদিন আছে মোর পরাণ আবরি'
শুধু রজতের ধারা, সুবর্ণের শিখা !
দিবামুখে হতমান ডুবেছে সকল
রজনীর অন্ধকার, অলীক স্বপন ;
সারা দিবসের তাপ রৌদ্রের দহন
জ্যোৎস্নাজলে ধুয়ে মুছে হয়েছে শীতল !
ও হাসির ও স্নেহের আলোক-সাগর
চিরদিন কূলে-কূলে ভরেছে অন্তর !

শুনিয়াছি কবে কোন সৃষ্টির উষায়
শুভ্র-সাগরের নীল বক্ষ ভেদ করি',
উঠেছিল ফুটি' প্রেম দেবীমূর্ত্তি ধরি'
পূর্ণ শতদল যেন, আপন লীলায় ;
মায়া-লাবণ্যের ফুল্ল কিরণ-লহরী
সাগরের ঊর্ম্মি-সাথে সর্ব্বাঙ্গে লুটায়,—
বিশ্বের বাসনা-লক্ষ্মী বিশ্বের বেলায়
উঠেছিল দশদিক্ পুলকেতে ভরি' !
আজ যতবার চাহি তব আঁখিপানে—
নিস্তরঙ্গ অনাবিল অমৃত-পাথার—
তত মনে হয় যেন প্রেমের দেবতা
মোর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আকুল আহ্বানে
নূতন মূরতি ধ'রে ওঠে আর-বার,
ভেদি' ও অনন্ত-নীল অতল স্বচ্ছতা !

প্রাণ মোর জাগে, হেরি' দেহের সম্পদ,
গরবে গৌরবে আজ! প্রথমে আদরে
চুমে সে ললাট মোর,—অলক্ষ্যে অম্লান
অভিষেক-স্নেহ আনে সুধার নির্ঝরে
প্রেমের আপন টীকা! পরে এ অধরে
অন্তরঙ্গ পরশের অসীম কল্যাণ
ঝরিল নীরবে আসি',—আকুলিয়া ধরে
দেহপ্রান্তে এ উহারে দু'টি ক্ষুব্ধ প্রাণ!
শিশু আমি তা'র সেই পরশের তলে;
পুরুষ, যখন দোঁহে লগ্ন বুকে বুকে;
অশরীরী আত্মা, যবে অধর-অতলে
আত্মা তা'র ধরা দেয় পরিচয়-সুখে!
মানুষ করে না ঈর্ষা দেবতারে আর,—
ওগো নারি, দেছ তা'রে এ কি অধিকার

বিস্ময়ে ভরি'ছে প্রাণ,—আজ ভাবি মনে
এ জগতে ছিলে তুমি, যবে আমি একা
বসেছিনু হেথা মোর বিজন ভুবনে !
পড়ে নাই চোখে কভু তব পদ-রেখা ;
পশে নাই, নীরবতা ভেদি', প্রাণে মনে
তব চরণের ধ্বনি ; তুমি দেবে দেখা
ভাবি নাই কোনো দিন,—আঁধার-লিখনে
ছিল প্রাচীরের গায় অদৃষ্টের লেখা,—
আমি ব'সে গণি শুধু এক একটি ক'রে
যত গ্রন্থি আছে মোর মায়া-শৃঙ্খলের,—
কে জানিত ছিন্ন হ'য়ে যা'বে সব প'ড়ে
একটি আঘাতে তব অদৃশ্য হস্তের !
অজ্ঞান নাস্তিক মন সংশয়ের তীরে—
দেবতা রয়েছে শুধু চোখের বাহিরে !

নহে নর, নহে নারী, শুধু মন-গড়া
সৌম্য স্বপনের দল ছিল মোর সাথে।
অন্তরঙ্গ, সুকুমার ; মোর বসুন্ধরা,
অশ্রু-অন্ধকারে গড়া মোর দীর্ঘ রাতি
লভেছিল শুধু মৃদু সঙ্গীত-প্রভাতী,
শুধু মায়া-আলোকের স্পর্শ স্নেহভরা !
জগতের সূর্য্যালোক ক্রমে খর-ভাতি,
কলরব-মুখরতা নিয়ে এল ধরা,—
তখন আসিলে তুমি, আরো সুকুমার,
আরো সৌম্য, অন্তরঙ্গ ; হৃদয়ে আমার
সেই আলো, তবু যেন আরো সে ভাস্বর,
সেই গান আজো, তবু যেন পূর্ণতর !
স্বপ্নের ভুবনে রহে যা' কিছু মহান্
তা'রে খর্ব্ব ক'রে দেয় জীবনের দান !

কবি কহে—তুমি মোর কল্পনার পরী,
নয়ন-আলোকে করি স্বপন-রচন ;
শিল্পী কহে—বাসনার তীরে বসি' গড়ি
ও প্রতিমা, ভেঙে-ভেঙে হৃদয় আপন ;
জ্ঞানী কহে—পুরুষ তো আছে পদে পড়ি',
প্রকৃতির খেলা হেরি সারা ত্রিভুবন ;
কর্ম্মী কহে—তোমা লাগি', হে মোর সুন্দরি,
করি লক্ষ্যভেদ, ভাঙি হর-শরাসন ;
প্রেমিক কহিছে—আজো বাঁশরীর স্বরে
ও-যমুনার তটে ওই নাম বাজে ;
ভক্ত কহে—সৃষ্টি-নাভি-পদ্মের উপরে
ও রূপের রস-মূর্ত্তি নিয়ত বিরাজে ;
গৃহী আমি, ওগো নারি, চিরদিনতরে
আহ্বানি তোমারে শুধু মোর গৃহমাঝে !

সে তো নহে বিশ্বরমা, কল্পনা নিঙাড়ি'
মুগ্ধ কবি-বিধাতার সৃষ্টি সুমধুর,—
পদ-নখে শত সূর্য্য পড়ে না আছাড়ি',
হয় না পরশ-লোভে অশোক বিধুর !
হাতে বেলোয়ারী চুড়ি, সীঁথিতে সীঁদূর,
একরাশি এলোচুল, আটপৌরে শাড়ী,
অযত্ন-সম্ভৃত শোভা গৃহস্থ-বধূর
সব কল্পলোক-কান্তি লইয়াছে কাড়ি' !
ফুলধনু নাহি ভায় ভ্রুকুটির তলে,—
মৌনমুগ্ধ স্নেহ আছে ভরি' দু'নয়ন ;
মুকুতা ঝরে না, জ্যোৎস্না পড়ে না উথলে'
হাসিটি মধুর তবু, মধুর রোদন !
অয়ি গৃহ-মহাশ্বেতা, গৃহ-শকুন্তলে,
মোর ক্ষুদ্র গৃহ আজ কাব্যের ভুবন !

কবি কহে—ওই দু'টি রাতুল চরণ
ধরণী মাতিয়া ওঠে পরশে শিহরি' ;
যত বাসনার কীট নিত্য মরি' মরি'
চিত্রিতে মোগায় তা'র রাগের রঞ্জন !
ভক্ত কহে—জেগে ওঠে প্রাণ-বৃন্দাবন
ওই দু'টি রাগ-রক্ত চরণে গুমরি' ;
মহেশ পাগল তাই চিরদিন ধরি'
ওই পদ বক্ষে তা'র করেছে ধারণ !
গৃহী কহে—এ আমার গৃহের চত্বরে
ও চরণ-অলক্তের কিরণ অম্লান ;
চিরদিন হেথা শুধু নূপুর গুঞ্জরে
সুন্দরের আলাপন, মঙ্গলের তান !
ভক্তের ভরসা ও যে রক্ত-কোকনদ,
কবির স্বপ্নের ধন, গৃহীর সম্পদ !

দূর হ'তে ধীরে ধীরে তব দীপখানি
সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে দেয় আলোক-বন্ধন,
কোন্ আকর্ষণে যেন ল'য়ে যায় টানি'
তব বাতায়ন-প্রান্তে অবশ চরণ !
ওই ক্ষুদ্র স্বপনের পিছে নাহি জানি
আছে কোন অন্তহীন সত্যের ভুবন,—
পূর্ব্বরাগ-গুঞ্জরিত এ যে আধ-বাণী
পিছে আছে বুঝি প্রেমসঙ্গীত-প্লাবন !
অন্ধকারে ক্ষুদ্র দীপ জ্বলে অবিরল,—
কোথা তুমি !—ছায়া ভাসে দেয়ালের গায় !
শুধু তব প্রদীপের শীতল অনল
দূর হ'তে ভরে প্রাণ স্নিগ্ধ বেদনায় !
তোমার আভাস শুধু ছুটে আসে আগে—
পরশের দীপ্তিটুকু সর্ব্ব অঙ্গে জাগে !

প্রথম সে কবে দেখা তোমাতে আমাতে
হয়েছিল মনে নাই, সে প্রথম দিন,
সে প্রহর, সে মুহূর্ত্ত! সে দিন প্রভাতে
উষা উঠেছিল ফুটি' কি রঙে রঙীন
দেখি নাই; মনে নাই কখন অজ্ঞাতে
সন্ধ্যা গিয়াছিল মুছি', অভিজ্ঞান-হীন
অলক্ষিত দিনটিরে ল'য়ে তা'র সাথে
সকল দিনের মত! অন্ধ, উদাসীন,—
দেখিনি সে বসন্তের প্রথম মুকুল;
কবে এসে চ'লে গেল জানিনা প্রথম
সেই সে তুষার-স্রুতি চিহ্ন নাহি রাখি'!
আজ প্রৌঢ় সূর্য্যাতপ স্বচ্ছ নিরাকুল,
প্রস্ফুট ফুলের পূর্ণশোভা নিরুপম,—
সে প্রাক্তন স্মৃতিটুকু গিয়েছে যে ঢাকি'!

অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, টগর—
সারা অঙ্গে বসন্তের ফুলময় হাসি ;
তাই তোর তনুখানি এত ভালবাসি,—
তনু নহে, অতনুর মূরতি সুন্দর ;
বিলীন ধরার প্রেম বুকের ভিতর,
ফুল হ'য়ে ফুটে' ওঠে বসন্তে উদ্ভাসি',—
তোর দেহ-লতা নব-পুলকে উল্লাসি'
হৃদয়ের প্রেম যেন ফোটে থরে থর !
ছোটে চারিদিকে তা'র সৌন্দর্য্য সৌরভ,
অন্তরে সঞ্চিত-মধু ওঠে বিলসিয়া,—
স্নিগ্ধ পুষ্প-জনমের বিভব গৌরব
পূর্ণ দেহখানি তোর রাখে উলসিয়া !
ওগো আজ ফুলশয্যা পাতি' তোর হিয়া
আমার এ হিয়া তরে রয়েছে জাগিয়া !

প্রেম মোর যাহা আর বুঝিল না কেহ,
এ অলক্ষ্য কোহিনূর ললাট উদ্ভাসি'
তুমি তো দিয়েছ মোরে ; এ জীবন-গেহ
ভ'রে দেছ ঝাঁপি হ'তে ল'য়ে রত্নরাশি !
ভাষা তব দিল ভাষা, স্নেহ তব স্নেহ,
তব অশ্রুহাসি দিল এনে অশ্রুহাসি,
প্রাণে ফিরে এল প্রাণ, দেহে এল দেহ,—
ভিখারী বসিল গর্ব্বে সিংহাসনে আসি' !
আমি নীচ, তুমি উচ্চ ; তবু ঢাকে সব
দীনতা প্রেমের গর্ব্ব; প্রেমের গৌরব !
দৃঢ়দারু, শুষ্কতৃণ, কিবা আসে যায়—
আগুণ সমান জ্বলে ; তাই আজ দীন
তোমার সম্মুখে আসি' হাসিয়া দাঁড়ায়,
মুখে তা'র সে আলোক-আভাস নবীন !

গোলাপ-কপোল তা'র অশোক-অধর,
আমি ক্ষুদ্র প্রজাপতি চেয়ে মুগ্ধ-আঁখি,
একরাশি ব্রীড়াহাসি সারাদেহে মাখি
সারাপ্রাণে কুসুমের সুষমা সুন্দর !
দৃষ্টি সন্ধ্যাতারা, হাসি প্রভাত-ভাস্কর,—
আমি সরসীর জল উর্দ্ধে চেয়ে থাকি,
দীপ্ত অনুরাগ-রাগ দেয় মোরে ঢাকি',
ভরে রজতের কান্তি সকল অন্তর !
সব রাগ, সব কান্তি করেছি চয়ন
সকল সুষমা হাসি,—বসন্তের দিন !
বর্ষায় লুকা'বে তারা, নিভিবে তপন,
শুকা'বে গোলাপ, হ'বে অশোক মলিন,—
তখন এ দীপ্ত প্রীতি ভ'রে দেবে প্রাণ,
কুসুমিত স্মৃতি র'বে ব্যাপি' মর্ম্মস্থান !

নিশিদিন ভাবি তোমা',—এ চিন্তা আমার
জড়ায়ে জড়ায়ে শুধু লতার মতন
তোমারে ঢাকিয়া রহে, করিয়া বিস্তার
পল্লবিত কত ভাব, পুষ্পিত স্বপন !
ওগো প্রেমময়ি, স্নিগ্ধ স্মৃতিটি তোমার
ঢেকে রয়, পূর্ণিমার মত, চিরন্তন
শুভ্র হাসি দিয়ে মোর হৃদয়-পাথার,
সব তা'র চপলতা, সকল স্পন্দন !
পাই না তোমারে,—ঢাকে চিন্তার আড়াল
কুসুমিয়া পল্লবিয়া তোমার গরিমা ;
স্মৃতি-পূর্ণিমার এই পূর্ণ ইন্দ্রজাল
ঢাকে হৃদয়ের ক্ষুব্ধ আবেগ-নীলিমা !
থাক্ তব চিন্তা, স্মৃতি,—তুমি প্রিয়তর,—
তোমার সান্নিধ্যটুকু ভরুক্ অন্তর !

চিরদিন দেহ তোর রাখিয়াছে ঢাকি'
অতল রূপের মাঝে বিজন হৃদয় ;
দরশের পরশের অন্তরালে থাকি'
প্রেম তোর কতটুকু দেয় পরিচয় !
এক্ টানে দু'টি স্রোত এ উহারে ডাকি'
পাষাণের বাঁধে ঠেকি' থমকিয়া রয় ;
তাই মোর অশরণ হৃদয় একাকী
যাহা পায় কুড়াইয়া তাই আজ লয়—
বাহিরের দৃষ্টিটুকু, বাহিরের হাসি,
অজানা-হৃদয় হ'তে যাহা ওঠে ভাসি',
পরশ যেটুকু আনে অন্তরের কথা,
তনুর উল্লাসে ফোটে যে মর্ম্ম-বারতা !
মিলনের ছদ্মবেশে বিরহের ছল
কাঁদায় নিয়ত দু'টি হৃদয় বিকল !

ভালবাসি মনে মনে ?—তবু একবার
সেই কথা বল মুখে ! পাষাণের কারা
ভেঙে-টুটে বহে যাক্ হিমানীর ধারা
সুপ্তমৃত আছে যত হৃদয়ে তোমার !
এনেছে বাসন্তী বার্ত্তা মলয় আবার,
শাখে শাখে দোয়েলের কোকিলের সাড়া,
গীতধারা ওঠে পড়ে—শব্দের ফোয়ারা—
তুমি র'বে মৌনমূক রুধি' হৃদি-দ্বার !
বাণী তোর চিরস্তব্ধ হৃদয়-আকাশ
ভেদিয়া উঠুক্ ফুটি' তারকার মত !
আনন্দের সুধারস আছে প্রাণে যত,
সুদুর্লভ বেদনার নিগূঢ় আভাস—
প্রেমের উৎসেকে আজ সঞ্চারি' নিয়ত
স্ফটিকের মত তা'রা লভুক্ বিকাশ !

এ কি সর্ব্বগ্রাসী প্রেম নিশিদিন ধ'রে
জেগে রয় যেন ক্ষুব্ধ বুভুক্ষু মরণ—
কেড়ে' লয়, শুষে' লয় পান-পাত্র ভ'রে
এ পরাণ, পরাণের আশা চিরন্তন !
পরাণের সাথে লয় দেহখানি হ'রে ;
দেহ হ'তে লয় লজ্জা, লজ্জার বসন ;
লয় তৃষ্ণা, তৃপ্তিটুকু লয় চুরি ক'রে ;
লয় স্বপনের প্রীতি, প্রীতির স্বপন !
করেছে লুণ্ঠন মোর বিপুল সুন্দর
নিখিল-জীবন আর মরণ-নির্ভর !
নাহি রবি শশী তারা, নাহি দণ্ড পল—
অন্তহীন অন্ধকার নিবিড় নিশ্চল !
এ শূন্য নির্জ্জনে ল'য়ে দু'টি রিক্ত প্রাণ
প্রেম আজ রচে এ কি মিলন-শ্মশান !

মোর তরে, হে অপর্ণা, হে তাপসী প্রিয়া,
বল্কলে শোভিলে অঙ্গ ত্যজি' আভরণ ;
মোর সাথে মহারাসে রহিলে মগন
অশ্রু ও কলঙ্ক শুধু জীবনে মাগিয়া ;
সহিলে ঋষির শাপ আমারি লাগিয়া ;
কণ্ঠে দিলে লতা-ফাঁসী বরিয়া মরণ ;
আনিলে স্বৈরিণী-দেহে সাবিত্রীর মন ;
অচ্ছোদের তীরে ধ্যানে রহিলে জাগিয়া ;
স্বয়ংবরে কতবার কণ্ঠে মালা দিলে ;
রণক্ষেত্রে রথ-রশ্মি হাতে তুলে নিলে ;
কতবার অপমান সহি' সভাতলে
মোর পাপ মুছে দিলে নয়নের জলে ;
আমার চিতায় পুড়ি' জন্ম-জন্মান্তরে
হে প্রাক্তনী, সাথে সাথে আছ চিরতরে !

তোমারে গড়েছি আমি তিল তিল করি'
ওগো তিলোত্তমা, মোর মানস-সৃজন ;
ছুটেছি তোমার দেহ স্কন্ধে মোর ধরি'
শূল-পাণি, বিষ-কণ্ঠ, অনল-নয়ন ;
তোমার বিরহে কত, হে মোর সুন্দরি,
ডাকি মেঘে মেঘে, ফিরি খুঁজি' পদ্মবন ;
কোটাল শ্মশানে লয় তব স্তব গড়ি ;
হে সাবিত্রী, তোমা' লাগি' বরেছি মরণ ;
সর্পে ধরি লতা ভাবি' তোমারি কারণে
শবদেহ আলিঙ্গিয়া আঁধারে সাঁতারি' ;
তোমারে পাঠায়ে বনে, শূন্য সিংহাসনে
কেঁদেছি সোনার মূর্ত্তি নেহারি' নেহারি'
অন্নপূর্ণা, শুধু মুষ্টি-ভিক্ষা-আকিঞ্চনে
হয়েছি তোমার তরে শাশ্বত ভিখারী !

এইরূপ কত কাল যুগে যুগান্তরে
মানব করেছে খেলা। মহাসুখ মানি'
বাঁধিয়াছে বাহুপাশে প্রিয়তনুখানি
হাসিয়াছে, হাসায়েছে ; বেদনার ভরে
তেমনি পড়েছে ভেঙে, বিজন অন্তরে
কাঁদিয়াছে, কাঁদায়েছে কত নাহি জানি
আমাদের মত তা'রা ! প্রেমিকের বাণী
চিরদিন নিখিলের বুকের ভিতরে
বাঁধা বুঝি এক সুরে ; তাই আমাদের
ক্ষুদ্র এই সুখে দুখে এ হাসি-ক্রন্দনে
জাগে যেন নিশিদিন লক্ষ প্রেমিকের
সে অনাদি অনুভব ভাবের বন্ধনে !
আজ শুধু জাগে মনে আমি আর তুমি
কল্প-কল্প আছি ব্যাপি' মিলনের ভূমি !

রাত্রি-অবসানে জাগি' হেরিনু অম্বরে
কলামাত্রশেষ শশী পাণ্ডুর উষার—
তখনো অসীমে বুঝি হাসিটি প্রিয়ার
নিশীথের আনন্দের শেষ-ছায়া ধরে!
বিশ্বের নয়ন যেন, ভেদিয়া আঁধার
ক্রমে রক্ত রবি ওঠে মেঘের উপরে;
ছিঁড়ি' কুয়াসার জাল, অদূর নগরে
শুভ্র সৌধ-শ্রেণী-শোভা ভাসিল আবার।
ঘুচে গেল সুপ্তি-স্বপ্ন ছায়ার মতন,
পূর্ব্ব-পরিচিত ধরা ভাতিল নয়নে,—
বহুদিন মিশিনি ও নিখিলের সনে,
লভিনি ও জীবনের প্রাণের স্পন্দন!
একি ভালো?—তাই আজ ভাবি মনে-মনে—
প্রেমের মিলন এই একান্তে দু'জনে?

সে-দিনের মত কেন নাহি প্রাণে-প্রাণে
যৌবনের সে নিবিড় পুলক-স্পন্দন—
আত্মহারা চেয়ে চেয়ে তা'র মুখপানে
অর্থহীন সে আবেগ, ব্যথা অকারণ ?
ছিঁড়ে গেছে মোহ-জাল ?—স্বপ্ন-অবসানে
জাগরণ ব'সে এ কি জড়ের মতন ?
প্রেমের আহ্বান তাই নাহি আর আনে
অধরের হাসিটুকু, চোখের স্বপন ?
অথবা প্রেমের সুরা উচ্ছল সরস
রেখেছে বিভোর প্রাণ মাতোয়ারা করি' ?
পুলক-আবেশে তাই অধর অবশ
সে স্নিগ্ধ পরশে আর ওঠে না শিহরি' ?
সুখতন্দ্রাহত আজ নয়ন অলস
অপাঙ্গের খেলা তাই গিয়েছে পাশরি' ?

ফুটিল উষার স্নিগ্ধ কনক-নিমেষ,—
স্বরগের রুদ্ধ দ্বার যেন খুলি'
সংশয়ের দীর্ঘ রাত্রি হ'ল মুক্তি শেষ,—
চিত্রিল গগন ধীরে আলোকের তুলি !
তবুও তো দিনশেষে আসে ম্লান-বেশ
কুয়াসায় অবগাহি' জীবন-গোধূলি ;
বিস্মৃতি ডুবায় প্রেম-প্রভাতীর রেশ,—
তুমিও কি, প্রেমময়ি, যা'বে মোরে ভুলি' ?
এখনো ও শুকতারা গগনের বুকে
আপনার গরিমায় ফোটে সমুজ্জ্বল,—
রৌদ্র-তাপে সারাদিন দহনের দুখে
এমনি কি রহিবে সে ফুটি' অবিরল ?
আবার তমিস্রাপারে সায়াহ্নের মুখে
দেখা দেবে ল'য়ে তা'র দীপ্তি অচঞ্চল ?

দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ-ভিত তুলি' চারিধারে
তা'র মাঝে আছ তুমি চির-আত্মলীন,
কোন্ মন্ত্রে নিদ্রামগ্ন পুরীর আঁধারে
কে তোরে পাড়ালে ঘুম জাগরণ-হীন,
ওগো সুপ্ত রাজকন্যা ? কবে কোন্ দিন
কুহকী সে রাজপুত্র তোমার দুয়ারে
আসি' কোন্ দেশ হ'তে অধরে মলিন
চুম্বনে জাগা'বে হর্ষ ? শঙ্খের ফুৎকারে
কেঁপে কেঁপে প'ড়ে যা'বে পাষাণ-প্রাচীর !
নবীন লতিকা, স্নিগ্ধ পরশে অধীর,
বসন্তের আবাহনে উঠিবে শিহরি';
কাঁপিবে সলিলে ইন্দু, চটুল নয়নে
কাঁপিবে নয়ন-তারা ; নিদ্রিতা নগরী
স্পন্দিয়া উঠিবে হর্ষে নব জাগরণে !

কথায় ফোটে না জানি মর্ম্মের বারতা
বল তবু একবার বল একবার
তুমি ভালবাস মোরে, ও অমৃত-কথা
হ'বে না বিস্বাদ যদি বল শতবার !
সেই এক অবিশ্রাম কোকিল-ঝঙ্কার—
আজো তবু ধরণীর বুকে আকুলতা ;
লক্ষ ফুল ?—বল তাহে বিরাগ কাহার ?
লক্ষ তারা ?—মিটে তবু আলোর মমতা ?
চিরদিন আমি দু'টি কথার ভিখারী,
তাই চেয়ে থাকি তোর মুখপানে, নারি !
বুঝিতে পারি না গান, শুনি শুধু সুর ;
ফুল কোথা ? আসে শুধু সৌরভ মধুর ;
কোথায় তারকা দূর আকাশের মাঝে,
দীপ্তিটুকু শুধু তা'র হৃদয়ে বিরাজে !

এ তো নহে ফল্গুনদী অন্তরে-অন্তরে
বহে না মধুর সুরে,—তাই কর রাগ ?
এ বাসনা স্বর্ণপাখা—দুরন্ত সোহাগ—
এ অমৃত মৃত্যুমাখা মনে নাহি ধরে ?
চাহ না প্রেমের বর্ষা, মল্লারের রাগ,
বিজলী-চমক নিত্য আঁধার-অম্বরে ?
তপ্ত চাঁপা চারিধার বর্ণে গন্ধে ভরে,—
প্রেমের নিদাঘে তব নাহি অনুরাগ ?
শুধু সুখতন্দ্রালীন—সুখ এরে বলে ?—
কৃতার্থের অবসাদ ? (কোরো না ক রোষ !)-
কেমনে জীবন্ত প্রাণ দলি বক্ষতলে
লয়ে স্পৃহাহীন তৃপ্তি, নিশ্চেষ্ট সন্তোষ ?
শুনিব আত্মার মাঝে দেহের ধিক্কার—
ছায়াপাছে কায়া ল'য়ে নিত্য হাহাকার ?

র'ব কোথা নতাঁর দূরে প্রণমিয়া,
পরশ-ভিখারী আমি,—দেবতা বিমুখ !
তৃষিতের আর্ত্তস্বর ওঠে ফুকারিয়া,
জলদ নিথর-নীল,—চাতক উন্মুখ !
পার নয় বুঝিতে তুমি কেন ব্যাকুলিয়া
এ প্রয়াস, এ মত্ততা, এত ধুক্-ধুক্ ?
চিরস্থির মহাশূন্য রয়েছ ব্যাপিয়া,
চরণে চঞ্চল ধরা নিত্য জাগরূক !
চা'ব না মুখের হাসি, বুকের পরশ,
আশা-নিরাশার মায়া, অশ্রু, জাগরণ ?
দেহ-দীপে জীবনের দীপক-হরষ—
ফুৎকারে আনিব তা'র তিমির-মরণ ?
আপনা' বিলা'তে নদী যায় ছুটে ছুটে—
তট তা'রে বৃথা বাঁধে দু'টি বাহুপুটে !

দাঁড়িয়াছে অভিমান তোর স্নেহ-দানে
অধীর অতৃপ্তি আই তৃপ্তির সীমায়,—
চাঁদ যত যায় ভেসে হেসে সিন্ধুপানে
তত ওঠে উছলি' সে, শ্বসি' দুরাশায়!
যে প্রসন্ন প্রীতিটুকু জাগে নিতি প্রাণে
সে শুধু ফুটিতে চায় শত বাসনায়,—
প্রশান্ত নীলিমা টুটি' আকাশ-বিতানে
শত বহ্নি-কণা জ্বলে তারায় তারায়!
ছুটে আসে দু'টি প্রাণ এক টানে ভাসি'
ব্যবধান তবু জাগে দুয়ের মাঝার,
যমুনার জাহ্নবীর স্রোত পাশাপাশি,—
অনন্ত মিলন-মাঝে বিরহ অপার!
সঙ্কেত-রসিক বাঁশী ডাকে বারে বারে
সম্মুখে যমুনা বহে,—বঁধুয়া ওপারে!

ভালবাসি তোরে, তবু এই কথা দু'টি
কথায় ফোটে না শুধু ; দু'জনার মুখ
আলোকিতে তুলে' ধরি সোনার দেউটি—
হাত থেকে খ'সে পড়ে, কেঁপে ওঠে বুক !
ভালবাসি কি না বাসি ?—একান্ত উৎসুক
প্রশ্নভরা আঁখি তোর রহে নিত্য ফুটি' !
কোথা দোঁহে কাছাকাছি র'ব মুগ্ধমুক—
মাঝখানে ভাষা, সেই নীরবতা টুটি'
আনে শুধু ব্যবধান ! আকাশ-পাথার
ছানিয়া কি ল'বে নীল আভাটুকু তা'র ?
ভাব নাই, ভাষা নাই,—আমা'-অন্তরাল
রহি আমি লুকাইয়া, কোথায় নাগাল ?
উপরে উচ্ছ্বাস শুধু, ব্যথার রিক্ততা,—
সিন্ধুর অতল-তলে স্তব্ধ নীরবতা !

রূপ নাই যা'র, তা'রে মিথ্যা রূপে ধরি'!
মিথ্যা ব'সে গাঁথি মালা বাচাল কথার
এক একটি ক'রে ছিঁড়ে' স্পর্শ-সুকুমার
ভাবের কুসুমগুলি অন্তরে আহরি'!
ওগো আমি চিরদিন কথায় আবরি
প্রাণের আসল কথা ; এ যে অনিবার
ক্ষুণ্ণ করি যাহা পূর্ণ, ভাঙিয়া আবার
জোড়াতাড়া দিয়ে তা'রে কোনো মতে গড়ি !
নিত্য নাশি যাহা প্রাণে সজীব চঞ্চল,
অমর করিয়া ভাবি গড়িব তাহারে ;
আসলে নকল করি, তবু সে আসল
ওগো প্রেমময়ি, বলা হয় না তোমারে !
মুখে বলি—'ভালবাসি', নির্ব্বাক্ পরাণে
আরো কত ভালবাসি কেহ নাহি জানে !

যবে তব প্রিয়কণ্ঠে শব্দের নিক্কণ
থেমে যায় যেন কোন্ সঙ্গীত সুদূর,
নীরবতা শুধু মূক-ব্যথার মতন
রহে ঘিরে' চারিধারে, বিস্ময়-আতুর,
সঙ্কোচে কহে না কথা,—প্রাণে কি তখন
আসিবে ভাসিয়া তব হৃদয়ের সুর
সেই মৌনালাপ-স্রোতে ? বাক্যের গহন
ভুলা'য়ে ঘুরায় শুধু হৃদয় বিধুর !
শিখাও আমারে তবে ও মৃদু-মর্ম্মর
কোমল ভাষাটি তব, আরো সে কোমল
ভাষাহীন নীরবতা; দাও সে অমল
ফুল, আর গন্ধটুকু ফুলের ভিতর !
ফুল ঝরে, গন্ধ তবু আকাশে বিলসে ;
ভাষা থামে, নীরবতা মর্ম্মে গিয়ে পশে !

এ তরুণ জীবনের প্রভাত-গগনে
র'বে ঘনাইয়া শুধু অকাল-আঁধার ?
যৌবনের জয়-মালা এ প্রেম আমার
গরলের জ্বালা শুধু হ'বে প্রাণে মনে ?
এ তো নহে হলাহল,—জীবন-দ্রাক্ষার
উচ্ছল অমৃত-রস, চুম্বনে চুম্বনে
পিয়াইতে চাই তা'রে আগ্রহে যতনে,—
শিহরিয়া চূর্ণ হোক্ দেহের ভৃঙ্গার !
যৌবন-চঞ্চল মোর এই ব্যাকুলতা
মানে না বাঁধন সে তো মানে না মরণ !
উষার অরুণসম তরুণ জীবন—
ঢাকে তা'রে সংসারের অসার বিজ্ঞতা ?
এখনো প্রভাত এ যে প্রভাতী উচ্ছ্বাস,
চারিদিকে ঝরে দ্রব-সুবর্ণের হাস !

'এ তো নহে প্রেম" কহে জ্ঞানবৃদ্ধ হাসি'—
"কল্পনার শুভ্র ফুল লুণ্ঠিত ধূলায় !"
কল্পনায় কোথা প্রেম ?—দেহ যে পিপাসী !
আত্মবিসর্জ্জনে কোথা ?—আত্মপ্রতিষ্ঠায় ।
নিবৃত্তি আসিয়া তপ্ত বালুকা ছড়ায়
যেখানে প্রস্ফুট দেহ রয়েছে উল্লাসি' ;—
সংসার ভরা-প্রীতি রোপি'ছে সেথায় :
পূর্ণ জীবনের ফল লাবণ্যে বিকাশি' !
অনঙ্গ অঙ্গের তরে কাঁদে নিরন্তর ;
স্বপ্ন চায় চিরদিন সত্যের পরশ ;
মর-জন্ম ভেদি' ফোটে মহিমা অমর ;
দেহের তৃষ্ণায় জাগে প্রাণের হরষ !
ফলের পক্কতা আনে বীজের পুষ্টতা—
মুক্তির সোপান রচে মোহের পূর্ণতা !

লিখেছে সে—"প্রেম শুধু ভাবনার ধন,
শুধু বিসর্জ্জনে তা'র পূর্ণ পরিণতি।"
চোখে রূপ, দেহে স্পর্শ, প্রাণে মনে রতি,—
প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা এ যে, নহে বিসর্জ্জন!
"নীরব সরসী-জল ছায়ার স্বপন
ধরি' বুকে চিরস্থির"—অসীম-শকতি
এ অকূল পদ্মা ছোটে আকাঙ্ক্ষার গতি;
তরঙ্গিয়া দুঃখ সুখ, ভাঙন গড়ন!
"নিস্পৃহ নির্বৃতি শুধু এ যে চিরতরে
মৌন-মহিমার দূর নির্জ্জন শিখরে!"
কত দূর?—বর্ষ বর্ষ ঊর্দ্ধমুখে চাহি'
উপরে উঠিনু কত শৃঙ্গ অতিবাহি';—
এখনো যে ফোটে ওই দিক্-চক্রবালে
অদ্রির উপরে অদ্রি মেঘ-অন্তরালে!

তোমারে যে ভালবাসি—কি দোষ তোমার ?
হে হৃদয়-পতঙ্গের দীপ্ত দীপশিখা,
হে হৃদয়-কুরঙ্গের মায়া-মরীচিকা,
নহ তুমি অপরাধী, বাসনা আমার
আত্মঘাতী চিরদিন ! ল'য়ে আপনার
হৃদয়ের ইন্দ্রজাল, মায়ার মালিকা
গাঁথ তুমি নিজমনে ; অন্তর-দীপিকা
জ্বেলে রাখ অচঞ্চল ; তবু অনিবার
যে অমৃত ভুঞ্জি আমি মৃত্যুর অনলে,
পেয়েছ আস্বাদ তা'র তুমি কোনদিন ?
ক্ষুদ্র দীপ, বসে আছ আঁধারের তলে ;
নিঃসঙ্গ একাকী তুমি আপনা-বিলীন
তপ্ত বালুকার মাঝে মরুর মহলে ;
জান না তৃষ্ণার সুখ, হে তৃষ্ণা-বিহীন !

কত যেন দোষী হ'য়ে ল'য়ে কত পাপ
আমি আসি ভয়ে ভয়ে নিকটে তোমার,—
তুমি স'রে যাও দূরে,—যেন অভিশাপ
আজন্মের আছে লেখা ললাটে আমার !
তুমি শান্তি, আমি যেন প্রলয়-প্রলাপ ;
তুমি চাহ হাসি, আমি আনি হাহাকার ;
তুমি ল'বে দীপ্তিটুকু, স'বে না'ক তাপ ;
ল'বে সুধাটুকু, ঠেলি' গরলের ভার !
তুমি তো জান না মোর এ ভগ্ন ভবন,
এ প্রাণের অন্তহীন অন্ধকাররাশি
ঘেরি' চারিধারে কত রেখেছে বিকাশি'
তব হিয়া-হীরকের দীপ্তির স্ফুরণ !
আমারি এ দীনতার চির-অপমান
তোমার ও ঐশ্বর্য্যের রেখেছে সম্মান !

পাছে তুমি ভাব' মোরে নিতান্ত কোমল,
বাহিরে কঠোর হ'য়ে তাই আমি থাকি,—
অন্তর-অতলে যত আবেগ উছল
ঔদাস্য-তুষার দিয়ে নিত্য ঢেকে রাখি !
পাছে তুমি ভাব মোর কি আছে সম্বল,
আপন দীনতা তাই সযতনে ঢাকি,—
ঋণ ক'রে তাই নিত্য এ দানের ছল,
হাসিটুকু প্রাণপণ ধ'রে থাকে আঁখি !
তুমি কি বুঝিবে মোর হৃদয়-আকাশে
ক্ষুদ্র আলো জ্বেলে' জাগে কত অন্ধকার ?
একটু শীতল উৎস উগারি' উচ্ছ্বাসে
গিরি চাপে বুকে কত পাষাণের ভার ?
বাহিরে দেবতা আমি দীপ্ত অনুরাগে—
প্রাণে মোর শুধু দীন মানুষটি জাগে !

কবে কোন্ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মাধবী উষায়
কল্যাণী লক্ষ্মীর মত, হে সুর-সুন্দরি,
উঠেছিলে শুভক্ষণে হৃদয়-বেলায়
প্রশান্ত-প্রসন্ন-মুখে মায়ারূপ ধরি' !
আভাসের সুখে সিন্ধু পুলকে শিহরি'
উঠেছিল উছলিয়া কত প্রতীক্ষায় ;
তারপর যবে তুমি, ক্ষণেক বিহরি',
চ'লে গেলে কোন্ দূর দুরাশা-সীমায়—
হৃদয়-সাগর বুঝি আবেগের ভরে
লক্ষ বাহু প্রসারিয়া নিমেষের তরে
চেয়েছিল ধরিতে তোমায় ; আজো তা'র
বক্ষ জুড়ি' বুঝি তাই ওঠে অনিবার
অবিশ্রান্ত আন্দোলন, বিষণ্ণ মর্ম্মর,
কূলে-কূলে ওতপ্রোত উচ্ছ্বাস কাতর !

এ অধর চিরদিন পিপাসু লোলুপ,
এ হৃদয় চিরদিন কাঙাল ভিখারী,—
অতীতের মাঝে, হায়, খুঁজি ছায়া-নারী,
মূর্চ্ছিয়া লুটায়ে পড়ি—বেদনার স্তূপ !
কেন বিধি তা'রে এত দিয়েছিলে রূপ ?
নয়নে অশ্রুর দাগ (তর্পণের বারি !)
অধরে অমৃত-রাগ (জীবনের ঝারি !)
হায়, চিরদিন মোর পরাণ-মধুপ
স্বরগের মকরন্দ-লোভে ম্রিয়মান,—
কি দোষ যদি বা দিই একটি চুম্বন ?
পতঙ্গের মত শুধু বিমুগ্ধ-নয়ন
ঘুরিব বেড়িয়া কত মরণ-আহ্বান ?
বহ্নির বলয়ে রহে আলোক-দহন—
অন্তরে আছে কি তা'র তমিস্রা-নির্ব্বাণ ?

বুঝবে না তুমি, সখি, জ্বালার হরষ,—
এ আমার দেহ-দীপ, মরণ-অধিক
বেদনা সর্ব্বাঙ্গে জ্বালি', জ্যোতি অনিমিখ্
ল'য়ে জাগে কোন্ সুখে উজ্জ্বল সরস !
নিরাশার ধূমপুঞ্জে শিহরি' ক্ষণিক,
মাটির আধার হ'তে শুষি' সব রস,
জ্বলে তা'র অচঞ্চল শিখা অনলস,—
চরণে লুটায় যত তিমির অলীক !
দহনে-দহনে কত দীপ্তি জেগে ওঠে
সার্থক করিয়া তা'র সকল সম্বল ;
তোমা'তরে তাপটুকু আলোটুকু ছোটে
তোমার সজল চোখে পরায় কাজল !
প্রাণের শিখায় তবে জ্বালো আরো জ্বালো
আমার এ দেহ-দীপে বেদনার আলো !

হে রমণী; কি অগাধ প্রেমের ভাণ্ডার
বুঝিবে না পুরুষের বিশাল হৃদয় ;
পাথরের বোঝা দিয়ে গড়ি' দেবালয়
পুরুষ লুকায়ে রাখে দেবতা তাহার !
ভাঙে না হৃদয়-বাঁধ কঠিন দুর্জ্জয়,
ভাঙিলে স্রোতের বেগ কে রোধে দুর্ব্বার ;
পাষাণে যায় না লেখা, তবু একবার
যতনে লিখিলে তা'র নাহি অপচয় !
পল্লব-পেলব মনে ক্ষণিক ব্যথায়
দাগ পড়ে তোমাদের চিরদিন তরে,—
মোদের লোহার প্রাণে দাগ নাহি ধরে,
ধরিলে সে একেবারে বুঝি ভেঙে যায় :
পুরুষের হাসি, শুধু নারী কেঁদে' মরে ?—
পুরুষ কাঁদিলে তা'র সান্ত্বনা কোথায় !

চলিতে পারে না সোজা, এ মাতাল মন
আপন আবেগে ধায়; বাধা দেয় আসি'
পথে বিঘ্ন কত, তবু গৃহ-অভিলাষী
কখনো ফিরে না তা'র শিথিল চরণ!
অন্ধ বলে বলীয়ান্, আঁধার তল্লাসি'
উঠিয়া পড়িয়া চলে; নহে অচেতন,—
কুটিল কুপথ, তবু ডরে না মরণ;
বুকের পাঁজর জ্বলে, তবু ওঠে হাসি'!
বাসনার রঙে রাঙা জীবন-মদিরা
নিঃশেষে করেছে পান,—এই তা'র দোষ?
রূপে রসে উতরোল শিরা উপশিরা,
আছে প্রাণ, তাই ভোগ,—তাই এ আক্রোশ?
যৌবনে রাখিবে বাঁধি' করিয়া সংশয়?
আত্মার অগতি কোথা?—মিছে কর ভয়!

ভুলে যা'ব ?—আজ এই বসন্ত-পবন
ফুটায়েছে যে কুসুম, কাল ঝরি' ঝরি'
লুটিয়া পড়িবে সে তো পোহালে শর্ব্বরী,—
জানি আমি : তবু আজ হৃদয়ের বন
ও লাবণ্যে ওই গন্ধে গিয়েছে যে ভরি' !
ওরে মন, কেন তোর চিন্তা অকারণ ?
সার্থক হয়েছে তোর বসন্ত-যৌবন,
ফুটেছে প্রেমের ফুল তা'রে ধন্য করি'
হয় তো বা ভুলে যা'ব,—দু'দিনের পরে
এ গৌরব যা'বে ঝ'রে ধূলার উপরে !
আজ যাহা সত্য বলি' অসীম গরবে
ধরি বুকে, হয় তো সে কাল মিথ্যা হ'বে !
জানিনা কি হ'বে কাল,—আজ ওগো বধূ,
লও মোর গন্ধটুকু, লও মোর মধু !

সমগ্র জীবন হ'তে একটি নিমেষ
তুমি মোরে দাও শুধু ; কত রাত্রি দিন
অনন্ত কালের স্রোত বিরাম-বিহীন—
তা'র মাঝখানে শুধু মুহূর্ত্তের লেশ,
শুধু একবিন্দু সুধা—মন্থনের শেষ !
একটু সে পলকের অণুপথ-লীন
জীবনের আলোকের রশ্মি সীমাহীন,—
শিশিরের বিন্দু-কেন্দ্রে সূর্য্যের আবেশ।
যে-পলকে ফুটে' ওঠে সমগ্র জীবন
একটি ফুলের মত সহজ সুন্দর,—
মুকুলের প্রয়াসের পূর্ণ সমাপন ;
একটি সুরের মাঝে উচ্ছ্বসি' যেমন
কেঁপে' ওঠে অন্তহীন ভাবের গুঞ্জর ;
বিন্দুঅশ্রু-মাঝে যেন অনন্ত বেদন !

"এস এস'এ অগাধ হৃদয়ে নামিয়া
হে পাষাণী তট মোর, হে কৃষ্ণ-কঠিন !"
গরজি' নিঃশ্বাসি' সিন্ধু কহে নিশিদিন,
লক্ষ বাহু মেলি' পড়ে চরণে চূর্ণিয়া !
"তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি' মোরে চিরদিন
হে অনন্ত, ক্ষুব্ধ বুকে লহ আকুলিয়া !"
নিঃসঙ্গ ব্যাকুল তট কহি'ছে, তুলিয়া
নিশ্চল নয়ন তা'র নিমেষ-বিহীন !
"ও পারেতে যেথা রবি ওঠে দিগন্তরে"
কহে সিন্ধু "আমি তোরে ল'ব সাথে করি' !"
তট কহে নতমুখে ব্যথিত-অন্তরে
"ওগো আমি বন্ধমূল দিবস-শর্ব্বরী !"
বৃথা সে বেষ্টন ঘন, অনন্ত চুম্বন,—
ভেঙে চূরে কবে বুক হ'বে এ মিলন !

একআধটু ভালবাসি, তাই অধিকার
তোমা 'পরে আছে বলি' গর্ব্ব করি ছলে ;
জীবন-উর্ম্মির স্রোতে নিকটে তোমার
এসেছি,—কে আমি? বাঁধি কোন্ মায়াবলে?
ওগো তবে দাও আজ বজ্রের অনলে
পোড়ায়ে সকল প্রাণ ; কেন বার-বার
বিদ্যুৎ চমকি' সরে ক্ষণ-কুতূহলে—
মেঘ কেঁদে' কেঁদে' ঝরে পিছনে তাহার
সব স্মৃতি চূর্ণ কর! হৃদয়-আকাশ
ঘনাইয়া থাক্ দুঃখ নিবিড় করুণ!
নাহি র'বে প্রতারণা, আশার বিলাস,
অশ্রুজলে নিভে যা'বে সকল আগুন—
এ স্নেহ উৎসাহ-হীন, ক্ষীণ বাহুপাশ,
বজ্রের দহন সে যে ভাল শতগুণ!

ওগো দেবি, একদিন দেখা দিতে হবে
একেলা নির্জ্জনে মোরে ! দূরে দূরে থাকি'
সকলের অর্ঘ্যমাঝে মোর অর্ঘ্য রাখি',
সকলের সাথে নিত্য দাঁড়ায়ে নীরবে
তোমারে পূজিব আমি ; তারপর যবে
তোমার আরতি-শেষে, দুয়ারে একাকী
যাইবে ফেলিয়া শুধু মোরে, অশ্রু-আঁখি,
তীর্থদর্শনের যাত্রী একে একে সবে,—
তখন বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ আমারে
জগতের সব সুখ সব দুঃখ হ'তে
ডেকে ল'য়ে প্রিয় বলি' তোমার জগতে,
অন্তরের অন্তরালে আত্মার আঁধারে !
এ জীবন তুলে' ধরি' প্রদীপের মত
তোমার মঙ্গলমুখ হেরিব নিয়ত !

"আসি তবে !" কহিলাম এই কথা দু'টি
বিদায়ের কালে তা'রে ; বাহিরে প্রকাশি'
একটুকু অর্থহীন অশ্রুহীন হাসি
অসীম ঔদাস্য আর অলস ভ্রুকুটি !
ভিতরে কি হাহাকার সারা মর্ম্ম টুটি'
তখন উচ্ছ্বসি' ওঠে ; সব বাধা নাশি'
মনে হ'ল বলি তা'রে—"তবু ভালবাসি"
চোখ ফেটে জল আসে, সে চরণে লুটি'
সব গর্ব্ব ভেঙে যায় ; মনে হ'ল তা'রে
টেনে লই একবার বুকের ভিতর !
তবুও বিদ্রোহী প্রেম ভাঙে না গুমর,
মানে নাক পরাভব ; গাঢ় অশ্রুভারে
রুদ্ধকণ্ঠ, প্রাণপণ হাসিয়া গরবে
বলিনু অক্ষুণ্ণস্বরে শুধু—"আসি তবে" !

ভেবেছিনু তবু ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের তরে
মধুর সুন্দর হ'লে বিদায়ের ক্ষণ,
বাক্য হ'য়ে যা'বে শুধু নীরব বেদন,
বেদনা মিলায়ে যা'বে আঁখির নিঝ'রে!
গর্ব্বহত প্রেম তবু আঁকড়িয়া ধরে
চিরন্তন দম্ভটুকু অতি প্রাণপণ,—
মরম মমতাহীন, নিরশ্রু নয়ন,
আয়ুক্ষীণ-শিখা যেন হাসিটি অধরে!
নীরবে সে চলে গেল।—তখন নয়নে
দৃষ্টি মোর সৃষ্টিহারা মিনতি-কাতর!
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বন্ধনে
কা'রে জড়াইতে চায় বুকের ভিতর;
চিরন্তন-তৃষাতুর লোলুপ অধর
স্পন্দিয়া মূরছি' পড়ে অসত্য-চুম্বনে!

স'রে যাও,—এ যে মোর ধূলার অঞ্জলি;
ভরিবে কি দেবতার পূত অর্ঘ্যথাল ?
কতদিন ব'সে আর রহিবে আগলি'
ভগ্নপ্রাণ প্রণয়ের মুমূর্ষু কঙ্কাল ?
তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য আমি ; মাঝে চিরকাল
তড়িৎ-আঘাতে আসে আশার বিজলী !
দাঁড়াবার সমভূমি কোথা ?—স্বপ্নজাল
বৃথা রচি' চিরদিন প্রাণমন ছলি !
এ কি তবে জীবনের দীর্ঘরাত্রি ধরি'
চক্রবাক-মিথুনের বিরহ-ক্রন্দন ?
কাটিবে কি অনশনে সারা বিভাবরী,
কেহ নাহি পরদিনে করাবে পারণ ?
মঠায় মলিন আজ বাসনার ফুল—
মরণের মাঝে সে কি ফুটিবে অতুল ?

ঘৃণা তা'র ভাল, তবু অনুকম্পা ক্রূর
শেলসম মর্ম্মে-মর্ম্মে বিঁধে নিশিদিন
তা'র সেই হাসিখানি মমতা-নিষ্ঠুর
স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বজ্র-সুকঠিন।
নিষ্করুণ সে চুম্বন করুণা-বিলীন—
ফুলের আসবে যেন গরল নিগূঢ়;
দয়ার সোহাগ তা'র সব দয়াহীন
পাকে পাকে ভেঙে বুক করে শতচূর।—
তবু সে হাসির লাগি' উৎসুক নয়ন,
ওষ্ঠ চিরতৃষাতুর চুম্বনের তরে,
বাহু চায় আজীবন বাহুর বন্ধন,
একটু মমতা মাগি' প্রাণ কেঁদে মরে
চাহি না তাহারে, তবু এ মোর অন্তর
তা'রি লাগি' নিশিদিন প্রতীক্ষা-কাতর।

শুনেছি মানুষ ছিল পশু একদিন,
তাই আজ পশু বুঝি হ'তেছে আবার ?
আজো সে নখর-দন্ত, তাড়না ক্ষুধার,
আজো চক্ষু জ্বলে, মন-নৃশংস-কঠিন !
ঘৃণায় জনম লভে এ প্রেম প্রবীণ,—
তাই আজ ধরে প্রেম রূপ সে ঘৃণার ?
নয়নে রয়েছে আজো ভ্রুকুটি তাহার,
অধরে নির্ম্মম হাসি, বাক্য উদাসীন !
তবু যবে আসে নারী দেবী-মূর্ত্তি ধরি'
হিংস্র পশু শান্ত হ'য়ে লুটায় চরণে ;
কখন মমতাটুকু আসে ক্ষুব্ধ মনে—
ব্যর্থ হ'য়ে ঘৃণাপাত্র হাতে রয় পড়ি' !
মানুষ না হোক্, তবু পশু আজো নহে ;
ভালবাসা নাই, তবু ঘৃণা নাহি রহে !

ভালবাসি, তবু কেন এত হাহাকার ;—
কণ্ঠে বিষ, বুকে জ্বালা, নয়নে অনল,
প্রিয়াহীন প্রেম আজ প্রলয়-পাগল,
মৃত্যুঞ্জয়ী ধরে স্কন্ধে মৃত-স্মৃতিভার !
নাহি কোন ভেদাভেদ, অমৃত গরল
শ্মশান নন্দনভূমি সমান তাহার—
সংহারের মূর্ত্তি এ কি মূর্ত্ত বেদনার,
সৃষ্টি বুঝি ভেঙে চূরে যায় রসাতল !
স্বর্গ হতে, অয়ি শিবে, এস এ নরকে,
প্রেতভূমি মাঝে রচ কৈলাস-ভবন ;
হে কল্যাণি জগদ্ধাত্রি, পরশ-কুহকে
অশিব হউক শিব, কুৎসিত মোহন !
খুলে গৃহ-মন্দিরের কনক-অর্গল
এস প্রেম যুগ্ম-দেহ, কঠোরে কোমল !

ওগো প্রেম, প্রাণ মোর বেসুরা বাঁশরী ;
একদিন তুমি তা'রে তাড়াতাড়ি তুলি'
লয়েছিলে অবিতর্ক প্রমাদে পাশরি'—
ভাব' নাই কোনো দিন দিবে সে আকুলি'
পূর্ণতান গীত তব ! পরশেতে ভুলি'
প্রথম বিস্বর যবে বাজিল শিহরি'
তুমি ফেলে দিলে তা'রে ; কোমল অঙ্গুলি
দিল না পরশ আর, গেল সে বিস্মরি'
অন্তরে যেটুকু দিলে সুরভি নিঃশ্বাস !
ধিক্কার আসিয়া পরে তুলে নিল তা'রে
(মূর্খ বিদূষক !), শুধু স্থূল অট্টহাস
বিদারি' ঘোষিল কত অশুচি ফুৎকারে !
আমারি সে দোষ !—তবু সুরের আভাস
ধ্বনিতে বিকল যন্ত্রে গুণী সে তো পারে ?

হৃদয়ের রঙ্গমঞ্চে বাঁধিয়া আসর
কি দুরাশা-পিশাচের নিত্য অভিনয়,—
বিচিত্র সে আনাগোনা বুকের ভিতর
বাজে পদাঘাত যেন কঠিন নির্দ্দয়!
পেষণে পেষণে আজ ওঠে নিরন্তর
আসক্তি-ঘৃণার বিষ ছাপিয়া হৃদয়,—
দেব-দানবের ক্রূর-মন্থন-কাতর
বাসুকী-উদ্‌গার বুঝি এত তীব্র নয়!
কোথা অমৃতের ধারা চির-সুশীতল,
কোথা সে প্রেমের মন্ত্র, অয়ি যাদুকরি,
গরলের জ্বালা আজ হউক্ নিষ্ফল,
পিশাচের নৃত্য আজ দাও দূর করি'!
বিষের বিসর্পে প্রাণ জর্জ্জরিয়া র'বে?
ভাঙিবে বুকের অস্থি দৈত্যের তাণ্ডবে?

কোথা উজ্জয়িনী-রামা বিলোল-নয়ন.
সূচিভেদ্য অন্ধকারে ভয়াকুল-চিত,—
বরষার ঘনধারা, গুরু গরজন,
মেঘের বিপুল ছায়া, জগৎ স্তিমিত !
অবিশ্রান্ত বরষণে রুদ্ধ বাতায়ন
কেশ-সংস্কারের ধূপে নহে সুরভিত ;
কোথা ক্রীড়ারত-করী জলদ শোভন,
মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা কোথা বিস্ময়-চকিত !
নিঃশ্বাসে গগন ছায় কোটি বিরহীর,
কোটি অশ্রুসিক্ত আঁখি ঝরে নিরন্তর,
শোকাকুল মুখচ্ছবি সারা ধরণীর,
স্মিরিতি-মথিত কোটি বিরহী-অন্তর !
নীরব নিরাশা-ঘন বিষাদের ছায়া,—
কোথা আজ প্রেমিকের প্রলাপের মায়া !

এ নহে গো আষাঢ়ের প্রথম দিবস
সিপ্রাতীরে যূথীবনে কুসুম-চয়ন,
মুগ্ধ-জনপদবধূ-স্নিগ্ধ-বিলোকন,
বিদ্যুৎস্ফুরণ-কান্তি কনক-নিকষ!
এ ভরা ভাদর-দিন বাদরে অবশ্ন,
বিরাট্ দুঃখের ছায়া মেঘের মতন,
বাষ্পাকুল সারা হিয়া, প্রান্তর, কানন,
নিঃশ্বাসে ভাসিছে আর্দ্র শীতল পরশ!
ঢাকে হৃদয়ের সীমা নয়নের নীরে
স্মিরিতি-জড়িত দূর দিগন্তের রেখা;
প্রেমের সুবর্ণকান্তি নিভে ঘুরে' ফিরে,—
মুছে আসে কল্পনার নিরালোক-লেখা!
কালিমার ছায়া ভাসে জীবনের তীরে,—
আমি শুধু একা আজ আমি শুধু একা!

প্রাণপূর্ণ প্রেমটুকু লুণ্ঠনের তরে
আমরা করেছি যেন প্রাণহীন'পণ,—
হাসি পায়, দুঃখ আসে। জাগে সঙ্কোপন
ক্ষতমুখ, সুখ তবু ম'রেও না মরে!
আরো শান্তি আনে তার নির্ব্বাক্ বেদন ;
মুগ্ধমূক মুখখানি কত ছল করে
প্রতিদিবসের কাজে ; নীরবে গুমরে
প্রতি দৃষ্টি, প্রতি কথা ; নিঃশব্দ চরণ,
অচির, সংহত, মৃদু, তবু আসি' কহে
কানে কানে যেন তা'র হৃদয়-অতলে
কুণ্ঠিত ব্যথার যত সঙ্গীত উথলে!
দোষী নহে, তবুও সে কত আজ সহে
শুধু প্রেমে দোষী হ'য়ে, নিষ্ঠুর অনলে
অনর্ঘ সমিধ্ যেন!—আরো প্রাণ দহে!

সবে এসে দেখে যায় বাহিরের হাসি,
শরতের লঘুমেঘ ভাসে লক্ষ্যহারা,
বুকের ভিতরে রয় কি উত্তাপরাশি
চিরস্নিগ্ধ-ধারাহীন বোঝে না তো তা'রা।
হরষের ভাণ শুধু বাহিরে প্রকাশি'
নিঃসঙ্গ হৃদয় আর দেয় না তো সাড়া;
হাসির আগুণ জ্বালি' দীপ্ত অবিনাশী
রহে না জীবনে আর কিছু ভস্ম ছাড়া!
কে চাহে এ নিরন্তর নয়ন নির্জ্জল,
কে চাহে এ নিরানন্দ আনন্দের ছল?
দুঃখের দহন-সাথে এস অশ্রুধার,
বেদনার সাথে সাথে স্নেহের সঞ্চার!
কুসুম শুকায়ে গিয়ে যাক্ ঝ'রে ঝ'রে—
গাপন শিশিরটুকু থাক্ বুক ভ'রে।

মুঠা ক'রে তুলি স্বর্ণ ধূলা হ'য়ে যায়,
প্রেমের অমৃত হয় গরল ঘৃণার ;—
তাই মোর গান ব্যর্থ বিলাপে ফুরায়,
তাই এ কবিতা মোর কেবলি ধিক্কার !
আঘাতে আঘাতে তাই প্রাণের লোহায়
অভিশাপ-অগ্নিকণা ছোটে চারিধার ;
গিরিবুকে জ্বলে জ্বালা, শুধু বাহিরায়
উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত তা'র ভস্মের সম্ভার !
এ কবিতা নহে নিন্দা, নহে শুধু গালি,—
আছে প্রেম; নাই তা'র স্নিগ্ধ আবরণ !
মর্ম্মে বিঁধে বেদনার অসি অনুক্ষণ
বাহিরেতে দেখা যায় রক্তস্রোত খালি !
জীবনের যজ্ঞে যত প্রাণ মন ঢালি
তত দীপ্ত শিখা আর অঙ্গার-দহন।

মাটিতে কি দেহ গড়া? মোরা কি প্রথম
ছিনু মাটি, অতঃপর বুদ্ধি অহঙ্কার
ল'য়ে আসে মন, মন আনে সাথে তা'র
আত্মা, আত্মামাঝে প্রেম উদিল চরম?
যখন নবীন প্রেম লভিল জনম
তখন মাটির টান্ অসত্য অসার,—
চেতন আমরা, তুচ্ছ জড় নহি আর,
আমরা তো শাসি এই স্থাবর জঙ্গম!
প্রকৃতি হাসিয়া কহে—"মোরে খর্ব্ব করি'
বাড়িবি কি গর্ব্বে আজ?"—হেরিল তরুণ
প্রেমের সে দেহখানি,—তখন আঁকড়ি'
শ্মশানের মাটি কত ক্রন্দন করুণ!
জনম-মরণ-গত মাটির এ স্নেহ,—
দেহ ছাড়ি' নহে আত্মা, আত্মা ছাড়ি' দেহ!

যুদ্ধ করি, তবু আমি শান্তি অভিলাষী
শান্তি আসে, তবু ধাই যুঝিবার তরে ;
মুঠায় মাণিক জ্বলে, তবু আঁখি ঝরে ;
বেদনায় ভাঙে বুক, তবু কত হাসি !
ধরণী বিস্বাদ, তাই স্বরগ-প্রয়াসী ;
স্বর্গ এলে, প্রাণ তবু ধরণীরে ধরে ;
ভালবাসা ঠেলে' ফেলি কত ঘৃণাভরে ;
ঘৃণায় ভরিলে বুক, তবু ভালবাসি !
স্মৃতি তা'র চিরদিন দেব-আশীর্ব্বাদ
দিয়ে যায় প্রাণে-প্রাণে নূতন জীবন ;
স্মৃতি তা'র চিরদিন মহা-অপ্রসাদ
ব'লে যায় কানে কানে—বাঞ্ছিত মরণ !
সুখ আজ দুঃখ আনে, দুঃখ আনে সুখ ;
মৃত্যু চায় জন্ম, জন্ম মরণ-উৎসুক ।

"কি হবে সনেট লিখে ?" কহে বন্ধু হাসি
"কল্পনারে খর্ব করে ক্ষুদ্র আয়তন।
প্রাণ মন ঢেলে দাও, উঠুক উল্লাসি'
গীতি-কবিতার ধারা, অবাধ-চরণ
কাব্যের বিপুল হর্ষ। এ শুধু নিঃশ্বাসি'
সঙ্কীর্ণ শ্মশানতলে নিরুদ্ধ রোদন।"
সঞ্চয়ের দীপ্তিটুকু, এ যে গো উদ্ভাসি'
একটি মুহূর্ত্ত (মৃত, তবু অমরণ !)
অনিত্যের স্মৃতি-চিহ্ন—হোক্ এতটুক্—
নিত্যের গবাক্ষে জ্বলে ; অতি ক্ষুদ্র দান
ক্ষুদ্র দীপ, আঁধারের তবু অভিজ্ঞান,—
মুখে তা'র রক্তরাগ, স্নেহে সিক্ত বুক,
বাসরে, মন্দিরে, গৃহে, শ্মশানে অম্লান,—
প্রলয়-ইঙ্গিত, হোক্ হাওয়ার কৌতুক !

ফেলিয়া গিয়াছে ?—যাক্ ! লয়ে যাক্ যা'
যা'-কিছু সে এনেছিল সাথে সাথে তা'র ;
উৎসব হয়েছে শেষ, কেন রাখে জ্বালি'
শ্মশানের মাঝে ক্ষুদ্র দীপটুকু আর ?
হেথা চরণের দাগ, সেথা শুষ্ক ডালি,
হেথা দৃষ্টি, সেথা তা'র হাসি সুকুমার ;
যা' কিছু তা' চ'লে যাক্ !—অশ্রুজল ঢালি'
নিভুক্ বেদনা আজ, আসুক্ আঁধার !
প্রেম গেছে, স্মৃতি ল'য়ে ব্যথার নিলয়ে
কে বাঁচিবে যুগ যুগ জনম জনম ?
নিদাঘের তৃষা-ক্লেশে বসন্ত-বিলয়ে
এস দুঃখ, কোথা তুমি চির-মনোরম—
সুনিবিড় অশ্রুজলে এস এ হৃদয়ে
ওগো চিরস্নিগ্ধচ্ছায়া, ওগো প্রিয়তম !

8

এত দিন, এত রাত্রি, প্রহরে প্রহরে
উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল-চিত্ত, বিনিদ্র-নয়ন,
মুমূর্ষুর শয্যাপাশে বসি অকাতরে
যুঝেছি মৃত্যুর সাথে অতি প্রাণপণ ;
কত ভয় বুকে, মুখে কথা নাহি সরে!
চুপে চুপে ফেলি পদ অতি সন্তর্পণ,—
প্রেম তবু গেল ম'রে চিরদিনতরে!
তাই হোক্!—বাঁচা গেল—আসুক্ মরণ,
আসুক্ মৃত্যুর সাথে মরণ-দোসর·
বিস্মৃতি সে, চিরন্তন-তন্দ্রায় বিলীন!
থেমে গেছে ধুক্-ধুক্ বুঝি চিরদিন,
ঢুলে' পড়ে ঘুম-ঘোরে নিস্পন্দ অন্তর!
তবুও দুঃস্বপ্ন এ কি!—হৃদয়-শ্মশানে
প্রেমের ও প্রেতমূর্ত্তি কি অশান্তি আনে!

চিরমৌন প'ড়ে থাকে তা'র চিঠিগুলি
প্রাণহীন ; তবু আজ উজ্জীব চঞ্চল
কেঁপে খ'সে পড়ে তা'রা, সকম্প অঙ্গুলি
ধীরে যবে, সন্তর্পণ অতি-কুতূহল,
রক্তরাঙা ফিতাটির গ্রন্থি দেয় খুলি' !
এটি কহে—"একবার দেখিতে কেবল
চাহি, বন্ধু !" (কেঁপেছিনু আশায় আকুলি' ।)
ওটি কহে (দু'টি কথা, তবু অবিরল
কত কাঁদায়েছে !)—"প্রিয়, বড় ভালবাসি !"
আর একটি কহে—"ওগো আমি যে তোমার !"
(মুহ্যমান দেহ মন, অতীতের 'পরে -
হানিল অশনি বুঝি ভবিষ্যৎ আসি' !)
আর একখানি···হায়, মসীলেখা তা'র
বুকে ধ'রে ধ'রে গেছে মুছে' চিরতরে !

সে আজ অনেক দিন, তখনো অম্বরে
নিভেনি সোনার সন্ধ্যা, সিন্ধুতীরপথে
ফিরি মোরা গৃহপানে গ্রামান্তর হ'তে
নীরবে দু'জনে। কহিল সে মৃদুস্বরে
সহসা নিকটে আসি' একান্ত নির্ভরে—
"আমাদের চেয়ে সুখী কে আর জগতে ?"
চাহিনু নয়ন তুলি', পরতে পরতে
সায়াহ্নের শেষ-রেখা হেরিনু সাগরে
মুছে আসে ধীরে ধীরে। কহিনু তখন—
"প্রেম, তা'রো পলে পলে রয়েছে মরণ।"
অন্ধকার ঘিরে' এল সাগর গগন !
করিল মিনতি দু'টি ব্যথিত নয়ন
কথাগুলি ফিরে নিতে কত বার-বার।
সেই আঁখি, সে মিনতি,—আজো স্মৃতি তা'র !

তাই হোক্ !—ঘুচে যাক্ বাদ-বিসম্বাদ !
নিত্য যদি জেগে রয়—ম'রেও মরে না—
আকাঙ্ক্ষার ছায়া, যেন স'রেও সরে না
প্রেতমূর্ত্তি, থাক্ !—তবু বিস্মৃতির স্বাদ
ল'ব আমি ! মিছে অশ্রু, হীন অপ্রসাদ
হাসিতে উড়ায়ে দিব ; এ মর্ত্ত্যের দেনা
দিব সব চুকাইয়া, যত বেচা-কেনা
প্রতিদিন বুঝে ল'ব, হ'বে না প্রমাদ !
ক্ষিপ্তপ্রায় ধূমকেতু ভ্রমে লক্ষ্যহারা
অনন্ত আঁধার-পথে অশ্রান্ত ভ্রমণে,—
স্থির জ্যোতিটুকু ল'য়ে ক্ষুদ্র ধ্রুবতারা
চরিতার্থ চিরদিন আপন গগনে !
তটিনী পাগল হ'য়ে ছোটে দেশে দেশে—
নির্ঝর বসিয়া রয় শিয়রেতে হেসে' !

শুনেছি করুণা নাকি প্রেমের দুয়ারে
ব'সে থাকে দৌবারিক সজাগ নিয়ত ;
আমি যবে এসেছিনু দেখি নাই তা'রে,
যা'বার সময়ে হেরি মুখ তা'র নত,
অশ্রু-আঁখি ব'সে আছে শুধু একধারে !
থমকি' দাড়ানু,—যেন করিল আহত
অনুনয়-দৃষ্টি তা'র ; হাসির বিথারে
নীরব-মিনতিভরা ম্লান ভাষা কত !
তারপর গেনু চ'লে।—তবু মূর্ত্তি তা'র
ভেসে আসে প্রাণে কত ব্যথার কৌতুকে,—
কেন গো নিষ্ফল এই স্নেহের সঞ্চার
নির্ব্বাপিত প্রদীপের জ্বালাহীন বুকে ?
ছিন্ন মালাটির ফুল কি হ'বে কুড়ায়ে ?
করুণা প্রেমের ব্যথা দিবে কি জুড়ায়ে ?

আলোক সে কত ক্ষুদ্র, পায়ে পায়ে তা'র
আসে ঘন অন্ধকার বুভুক্ষুর মত ;
ভুবন ভরিয়া জ্বলে জ্যোতির্মালা শত,
তবু রহে অন্তহীন অনাদি আঁধার।
এ জীবনে জ্বলে আর নিভে শতবার
মুমূর্ষু শিখাটি ল'য়ে ক্ষুদ্র সুখ কত,—
দুঃখের আঁধার তবু চির-অনাহত
কৃষ্ণ-যবনিকাসম ঘিরে চারিধার।
জীবন মিশিয়া গেছে নয়নের জলে,
একটানা খরস্রোতে বহে নিশিদিন,—
জ'মে আছে তা'রি নীচে হৃদয়ের তলে
দুঃখরাশি পাথরের মতন কঠিন,
উপরেতে অশ্রুবন্যা ঝরে ছল্ ছল্—
বাহিরেতে শুনি তাই হাসি খল্ খল্।

উধাও আকাশপানে যত ঝড় উঠে
তত মোর প্রাণ-পাখী সে ঝড়ের মুখে
দু'দয় পাখা তা'র ; রয়েছে সম্মুখে
নিশ্চিত মরণ, তবু ক্ষুদ্র পক্ষপুটে
তুচ্ছ করি' ধরাতল কোন্ স্বর্গে ছুটে।
কহিনু সভয়ে তা'রে—"ওরে কোন্ সুখে
এত দুঃসাহস তোর, এ নির্ভর বুকে ?
এখনি মৃত্যুর মাঝে দম্ভ যা'বে টুটে।"
"তা' হ'লে মৃত্যুরে আর কর কেন ভয় ?"
কহিল সে মোরে হাসি', "অসীম নির্ভরে
ভেদি' মেঘ ওঠ ঊর্দ্ধে ; মরণ নিশ্চয়,
তবু প্রয়াসের তৃপ্তি র'বে চিরতরে,—
জীবনের লাগি' হোক্ সার্থক মরণ।—
এ মরণ-তুল্য আর আছে কি জীবন ?"

সংসার দিয়েছ সুখ, চিরদিন তরে
দিয়েছ এ দুঃখ মোরে,—চাহি না অধিক।
কলঙ্ক দহন, তবু আঁধার-অন্তরে
এ আমার চিরদিন ভাস্বর মাণিক।
যুঝেছিনু একদিন নিরাশা-নির্ভীক
টলি নাই অবিরাম বেদনার শরে,—
ছল ক'রে এসে, ওগো দেবতা দাম্ভিক,
এ কি বর দিয়ে গেলে, বুকের পঞ্জরে
রেখে গেলে বেদনার দীপ্ত স্পর্শমণি!—
এরি লাগি' এত যুদ্ধ দিবস-রজনী?
অক্ষম অধম আমি, তবু অপমান
করি নাই, বুক পাতি' লয়েছি সে দান,—
চিরদিন জ্ব'লে পুড়ে' হ'য়ে গিয়ে ছাই
আজো সে অনল বুকে যতনে লুকাই!

যে জন পাপের নামে নয়ন ফিরায়,
(আপনা' বিলা'তে ভীরু, নহে বঞ্চনায়,
স্বর্গ লাগি' মর্ত্ত্য ত্যজে,—নহি হীনপ্রাণ
আমি তা'র মত কভু ! মরণের ছায়
ফোটে জীবনের ফুল, বেদনার দান
আনে কামনার মণি,—তবে কেন, হায়,
ভুল ক'রে ভালবেসে' দিয়ে আপনায়
ধরণীর রূপে রসে ভরিব না প্রাণ ?
কাপুরুষ পারে নিতে, পারে না তো দিতে—
শক্তিমান্ দেয় আর লয় সে নিঃশেষে !
নাহি বল, ভোগ তাই পারে না ভুঞ্জিতে,—
নাহি প্রাণ, সাহসেরে পাপ বলে হেসে' !
ক্ষুদ্র দেবতারা ভীত যে-মৃত্যু মরিতে
মৃত্যুজিৎ কণ্ঠে তা'রে লয় মন্থশেষে !

যাও, সম্ভাষি' কহি কৌতুকের ভরে—
"বল্, মন, কেন তা'রে এত ভালবাসি ?"
"কেন এত ভালবাস ? কাঁদিবার তরে
ভালবাস শুধু," কহে মন অল্পভাষী !
বিস্ময়ে আবার আমি মনেরে জিজ্ঞাসি'—
"কেন তবে খুঁজি সুখ নিয়ত অন্তরে ?"
"দুঃখ লাগি' খুঁজ সুখ," কহে মন হাসি'
"সেথা সুখ, নিশিদিন যেথা আঁখি ঝরে।"
বুঝেছি মনের কথা,—আজ কাঁদি যত
তত যে তোমার প্রেম ভরে মোর বুক ;
সুখসাথে দুঃখ আসে হৃদয়ে নিয়ত—,
যেথা দুঃখ, সেথা তুমি, সেথা মোর সুখ।
চিরন্তন-বেদনার নিবিড় বন্ধনে
এ প্রীতির পরিপূর্ণ সুখ জাগে মনে।

ভালবাসি, এইটুকু শুধু আমি জানি,
জানিতে চাহি না কিছু এ জীবনে আর,
দিয়েছি এ প্রেম তব পদতলে আনি'
জানি শুধু এইটুকু সৌভাগ্য আমার!
তবু মুহূর্ত্তের তরে, তবু একবার
তোমারে বেসেছি ভাল, হৃদয়ের রাণি,—
এ মুহূর্ত্ত জীবনে কি আসে বার-বার?
আপনারে আমি তাই ধন্য ব'লে মানি!
দীন আমি, হীন আমি, নিতান্ত অসার
প'ড়ে আছি তুচ্ছ পঙ্ক আঁধারে অতল-
তবু মূলটুকু রাখি' হৃদয়ে আমার
আলোকের দেশে ফোটে প্রেম-শতদল
শিকড় আঁকড়ি' বুকে ধন্য আমি তবু—
এ জীবনে আর কিছু চাহি নাই কভু।

হে অগ্নি বৈশ্বানর, মর্ত্ত্যের নয়নে
[illegible]জাগিলে, তব লেলিহান শিখা
চোখে তা'র এঁকে দিল রূপ-বিভীষিকা,—
অগ্নি-দেব বলি' নর নমিল চরণে।
অন্তরীক্ষে ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ-দীপিকা,
তোমার তপন-কান্তি গগনে-গগনে,
দাবানল-ক্ষুধা তব জ্বলে বনে-বনে,
সিন্ধুবুকে নিশিদিন কৌতুকের শিখা।
তাম্রশ্মশ্রু হে পাবক, হে বিশ্ব-অধিপ,
যজ্ঞের পুরোধা তুমি, তুমি গৃহ-রবি,
তোমাতে কৃতার্থ হ'লো জীবনের হবি,—
মধুজিহ্ব, সোমগোপা, নিশার প্রদীপ।
তা'রি কণা আজো মোর দারু-দেহে জ্বলে,—
ক্ষুদ্র শিখায় অনির্ব্বাণ হৃদয়ের তলে।

অবসন্ন দিবালোক,—পূর্ণির গগন
প্রসাদ-আশ্লেষে যেন ধরে ধরণীরে ;
দিনের আশিস্-স্মৃতি অস্তালোক-তীরে
ল'য়ে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা আসে ছায়া-নিমগন
ওগো আজ এস এই সন্ধ্যার মতন
হৃদয় বাহিয়া স্নিগ্ধ আলোকে-তিমিরে,
ঘনাইয়া পুষ্পগন্ধ অলস সমীরে !
আমি আজ তোমা' তরে করেছি রচন
ল'য়ে মোর বুকভরা সব ভালবাসা,
প্রীতির কুসুমকুঞ্জ, স্মৃতির বাসর
কল্পনার মোহমন্ত্রে ; সব ক্ষুব্ধ আশা
বিরহের তীরে আজ, আকূতি-কাতর,
বাসনা-বাঁশরী-সুরে গুঞ্জরিয়া তান
তোমারে করিছে যেন আকুল আহ্বান

দিনান্তে সে স্মৃতি তবু আসে বার-বার!
অমৃত-পরশ ঠোঁটে তা'র সে সোহাগ,
এত চেষ্টা করি' তবু ওঠে না'ক দাগ,—
যুদ্ধ শেষ, ক্ষতচিহ্ন বুঝি অলঙ্কার!
অশ্রু শুধু জল নহে, নহে মুছিবার;
জীবন-মন্থনে ওঠে গরলের ভাগ,—
মরণে চরণে দলি' ধরে অনুরাগ
সযতনে চিরন্তন-চিহ্নটুকু তা'র!
জীবন-প্রথমে জ্বালা অনল-ঘূর্ণন,
তাপ তা'র আজো বক্ষে ধরে এ ভুবন!
কালস্রোতে ভেসে যায় অনুভূতি সব,
জেগে থাকে শুধু স্মৃতি—অন্তর-বিভব;
জীবনের মধ্যচক্রে কবোষ্ণ লোহিত
রহে শুধু অতীতের হৃদয়-শোণিত!

বসন্ত চলিয়া গেল, বরষা কাঁদিল,
"ফুল গেল, পাখী গেল, সব চ'লে যায়,"
প্রভাত চলিয়া গেল, সন্ধ্যা নিঃশ্বসিল,
"দিন গেল, আলো গেল, সকলি ফুরায়!"
ভালবাসা চ'লে গেল, প্রাণ গুমরিল,
"সুখ গেল, আশা গেল, কি রহিল, হায়!"
যাহা ছিল সব গেল, শুধু লিখে' দিল
ক্ষতির খরচ যত বিশ্বের খাতায়?—
ফুল গেছে, পাখী গেছে, তবু বর্ষা আনে
কত ছায়া, কত মায়া, কত বারিধার;
দিন গেছে, আলো গেছে, সন্ধ্যার বিতানে
কত সুপ্তি, কত শান্তি, কত অন্ধকার;
সুখ গেছে, আশা গেছে, তবু আজ প্রাণে
কত স্বপ্ন, কত স্মৃতি, কত অশ্রুভার!

তাই হোক্ ; জীবনের মূলে নিরন্তর
এ দুঃখ জড়ায়ে থাক্, নিশ্চল বিবশ
করি' মোরে,—তাই হোক্। ধূলায় ধূসর
দাঁড়ায়ে একাকী তবু বরষ বরষ
ধরণীর বুকে আছে যত গুপ্ত রস
শুষিয়া লইব সব পাঠায়ে শিকড়
শিরায় শিরায় মোর ; সুষমা সরস
কুসুমে মাখিয়া ল'য়ে অম্লান সুন্দর
ফুটিয়া রহিব চেয়ে ; শেষে একদিন
মর্ম্মে আসি' পরাগের পরশ গোপন
ফলেরে জনম দেবে। পুলকে নবীন
স্পন্দিয়া উঠিবে মোর সমগ্র জীবন
—আজ যাহা এত রিক্ত, এত দীন হীন—
ধন্য করি' চিরন্তন ধূলার বন্ধন !

ওরে মন, শুধু এক প্রাণান্ত-চুম্বনে
প্রাণের সমগ্র স্বাদ পেতে চাস্ ভ'রে ?
তৃপ্ত হ'য়ে শ্রান্ত হ'য়ে প্রেম যা'বে ম'রে
সুখ-খিন্ন সুকোমল অধর-শয়নে !
পড়া পুঁথি ফেলে দিবি শেষে অযতনে ?
নিঃশেষ প্রাণের সুরা, পাত্র র'বে প'ড়ে ?
একটি আঘ্রাণে তা'র সব গন্ধ হ'রে
ফুলটিরে শেষে যা'বি দলিয়া চরণে ?
পূর্ণতায় আসে শুধু চির-অবসাদ,
অংশ লভে চিরদিন পূর্ণতার স্বাদ !
যত আগুসরি তত বাড়ে চিরকাল
এ মর্ত্ত্য-আঁখির প্রান্তে দিক্-চক্রবাল !
দেবতার বরে এ যে দ্রৌপদীর শাড়ি,
প্রেম তা'র কোথা-শেষ উঘারি' উঘারি' !

অন্ধ প্রণয়ের এ কি স্মৃতির মন্দিরে,
ক্ষুধিত চিতার প্রান্ত বেড়ি' ঘুরে' ফিরে'
এ কি নিত্য খেলা তোর, ওরে মুগ্ধমন।
ধরায় বসন্ত জাগে, নিরাশার তীরে
তুই চা'স্ লভিবারে তুষার-মরণ ?
বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুক চিরে' চিরে'
শুধু আর্ত্তনাদ-ধ্বনি, নিষ্ফল রোদন ?
পাষাণের পদে লুটি' শীর্ণ-পরিসর
প্রেম-গঙ্গা গোমুখীতে বদ্ধ চিরতরে ?
প্লাবিয়া ধরণী ঝরি' আলোক-নির্ঝরে
হাসিয়া ভাসিয়া যাক্,—সম্মুখে সাগর।
গৃহকোণে ক্ষুদ্র শিখা নিভে নিশা-শেষে,
পূর্ব্বাশার মেঘথরে রবি ওঠে হেসে' !

জানি আমি সব দাহ সব দীপ্তি-শেষে
শুধু ভস্ম র'বে প'ড়ে। হে মোর দাহিকা,
ওগো প্রেম, পরখিবে বিশুদ্ধি শ্যামিকা ?—
নহে স্বর্ণ, শুষ্ক তৃণ দহুক্ নিঃশেষে।
সকল সঞ্চয় মোর তোমারি উদ্দেশে,
জ্বলুক্ এ সারা দেহে তব জয়-লিখা!
হোক্ সব ভস্ম, তবু দীপ্ত তব শিখা,—
তব তৃপ্তি লাগি' মোর জ্বালা ওঠে হেসে'।—
তারপর ভস্মশেষ শ্মশানে একাকী
ভস্মদেহ মহাকাল বসিবেন ধীরে,
সংহরি' ললাটে তাঁ'র সংহারের আঁখি
তুমি র'বে জাগি' জটা-জাহ্নবীর তীরে!
পদতলে পূজা-পুষ্প উমা যা'রে রাখি',
হাহাকার ল'য়ে বুকে রতি যা'বে ফিরে!

হে কাঙ্গাল মন, শুধু ভিক্ষাপাত্র করে
মরিবি ঘুরিয়া কত ?—ধরণী কৃপণ ;
দু'হাতে কুড়ায়ে এত কাঁদিয়া কাতরে
তবুও মিলে না তোর বাঞ্ছিত রতন ?
ধরণীর রূপে রসে ভরেছে জীবন,—
তবু ক্ষুধা র'য়ে যায় অন্তরে অন্তরে ?
ওরে তা'রি মাঝে আছে তৃপ্তি চিরন্তন,
যে পায় সে কুড়াইয়া লয় চিরতরে !
বঞ্চনাতে জ্বালা শুধু,—লাভে তৃপ্তি বুঝি ?
সুখের মাঝেতে নাই সুখের সন্ধান !
সুধার সমুদ্রমাঝে মগ্ন হয়ে খুঁজি
কঠিন মৃত্তিকা কোথা—শ্বাসরুদ্ধ প্রাণ !
কুবের-ভাণ্ডারে শুধু সঞ্চয়ের পুঁজি,
কমলার পূর্ণ-কুম্ভ বরষে কল্যাণ !

কবে ফুটিয়াছে ফুল; আজো সে সুবাস;
বাঁশরী বেজেছে কবে, ভাসে তা'র সুর;
কবে সে জ্বলেছে দীপ, এ হৃদয়-পুর
ধ'রে আছে আজো তা'র উজ্জ্বল আভাস!
পাইনি তো এত দিন সুরভি নিঃশ্বাস—
কুসুমের পানে চেয়ে হৃদয় বিধুর;
ছিল আলো, প্রাণ তবু দহন-আতুর;
আর্ত্তনাদে ডুবে ছিল সুরের উচ্ছ্বাস!
ভোগের ভিখারী ছিনু, তাই আপনার
বুঝি নাই এতদিন ঐশ্বর্য্য অপার;
মিথ্যাগর্ব্বে ব'সে ছিনু রাজবেশ পরি'—
প্রেম দিল টীকা তা'র নিঃস্ব রিক্ত করি'!
ফুলে ঝরে, বাঁশী থামে, দীপ নিভে' আসে,—
গন্ধটুকু, সুরটুকু, আলোটুকু ভাসে!

হে মৃণ্ময়ি দেব-আত্মা, ভুবন-ঈশ্বরি!
হে প্রকৃতি, আপনার রূপের কিরণ
ছড়ায়ে দিয়েছ ভরি' সাগর গগন,
ওগো চিরদ্বিধাহীন, ওগো দিগম্বরি!
চিরদিন আপনারে বিতরি' বিতরি'
তবু আপনারে কত করেছ গোপন,—
রাগে অনুরাগে কত মাতায়ে ভুবন,
আপনার লীলামাঝে আপনা' আবরি'!
এ ধরা ধরিতে চায়, অয়ি অকুণ্ঠিতা,
চিত্রে কাব্যে গানে তব অন্তহীন হাসি,-
রূপের গুণ্ঠনে, ওগো চিরাবগুণ্ঠিতা,
শুধু তব অঙ্গবাস চক্ষে রহে ভাসি'!
তনুর সীমায় তুমি অতনু অসীমা,
সব রূপমাঝে তব অরূপ মহিমা!

হে প্রকৃতি, তোরে বলে মিথ্যা সনাতনী,
মৃত্যু-দূতী,—ধরণীর পাষাণ-পঞ্জরে
জীবযজ্ঞ লীলা তোর, যূপবদ্ধ নরে
নিয়ত পরাস্ টীকা মরণ-রঞ্জনী।
আমি হেরি শুধু তোর অঙ্গের লাবণি,
তোর পদ-কোকনদ পত্র-পুষ্প 'পরে,
সঞ্চিত স্নেহের সুধা হৃদয়ে সঞ্চরে,—
মাথায় আকাশ তোর, চরণে ধরণী!
এ কি শুধু মোহ? শুধু ওঠে হলাহল
তোর মৃৎপাত্রে, নাহি জীবনের রস?
চারি দিকে নীলিমার প্রাচীর নিশ্চল,
শুধু রূপে স্পর্শে গন্ধে হৃদয় বিবশ?—
সুধার আস্বাদ তবু বিষের ধারায়,
চির-বন্দী আমি তোর স্নেহের কারায়!

হে মাতৃরূপিণী নদী, ভরেনি অন্তর
বহুদিন ও নীলিমা হাসির মতন,
ও প্রাচীন শৈলমালা, স্বচ্ছ নীলাম্বর,
তরল চঞ্চল তোর গীতি চিরন্তন।
অয়ি জীবনের মূলে জননী-নির্ঝর,
শৈশবের যৌবনের ক্রীড়া-নিকেতন,
বহুদিন শুনিনি তো তোর স্নেহ-স্বর,
মুক্ত-ক্রোড়ে বহুদিন করিনি যাপন।
ভাবি বসে দিনশেষে প্রবাসে বিজনে
স্নিগ্ধ অতীতের সেই প্রীতির কৌতুক,—
সে-দিনের স্নেহ বয়ে আসে প্রাণে মনে
কত হাসি গল্প গান, কত ফুল্ল মুখ।
তোর সুলিলের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
বহে সব স্মৃতি আজো হৃদয় ব্যাপিয়া।

ওগো নদী, তোর সেই প্রচ্ছায় তিমির
স্নেহের সোহাগে বুঝি ভ'রে দেয় প্রাণ ;
বহুদিন পরে আজ সন্ধ্যার সমীর
আনে তোর পরশের আশিস্-কল্যাণী
সকলি তো মনে আছে !—সে স্নেহ নিবিড়
সেই হাসি নীল-স্নিগ্ধ, চির-কলতান,
সেই সুধাসিক্ত শান্তি, সে কান্তি রুচির,
সে প্রভাত, সেই সন্ধ্যা, সেই দিনমান !
এখনো তো আছে সেই চিরানন্দময়
বিপুল জগৎ তোর, জীবন উদ্ভাসি' ;
তেমনি ভাসিয়া আসে ভরিয়া হৃদয়
নিঃশব্দে আবার সেই সৌরভের রাশি ;
তোর সেই স্বরগের শিশির-সঞ্চয়
ভিজায় কপোলতল আজো ভালবাসি'

কত দিন হেরিয়াছি মুগ্ধ নেত্র ভরি'
হে চঞ্চলে, কত রূপ, কত রূপান্তর,
কত সে কল্লোল-ক্রীড়া, অয়ি জলেশ্বরি,
কত উন্মাদনা-রঙ্গ, বিলাস মন্থর!
বরষায় আসে যবে স্নিগ্ধ ছায়া ধরি'
গোবিন্দের বর্ণচোর নব জলধর,
বুকে তোর আবেগের আবিল-লহরী
পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বাস-কাতর!
নিদাঘে বিশীর্ণ কায়া সিকতায় লীন,
উপল-বিষম তটে ব্যথিত চরণ;
বসন্তে আবার আসে হাসি অন্তহীন
অরুণের রাগে রাঙা প্রাণের স্পন্দন!
অয়ি জলবেণীরম্যা, অয়ি লীলাময়ি,
সব স্মৃতি ভাসে আজ এ হৃদয় বহি'!

স্মৃতির নয়নে হেরি' আজ মনে হয়
ওগো নদী, রূপ তব আরো বিমোহন ;
তোমাতে আমাতে যেন নব পরিচয়,
প্রাণে-প্রাণে যেন আজ নূতন বন্ধন !
অলক্ষ্যে কখন আমি করেছি সঞ্চয়
স্মৃতি তব, জীবনের পাথেয় মতন,—
তাই তব প্রীতি আজো অমল অক্ষয়
প্রাণের প্রবাহে মিশে সৌরভ যেমন।
ফোটে ফুল আজো তব হাসিখানি বহি'
আজো সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, প্রভাত অম্লান
তব আকাশের তৃপ্তি আনে রহি' রহি'—
লুকানো-প্রাণের যেন অযাচিত ঘ্রাণ !
ওগো আজ এত দূরে এত কাল পরে
পেয়েছি সন্ধান তব প্রাণের ভিতরে !

আকাশে দেবতা নাই, শুধু দূরে দূরে
ভাসে প্রলয়ের মেঘ ; উড়ায়ে জঞ্জাল
ল'য়ে আসে শত বজ্র ঝটিকা করাল,—
ভাবি ভয়ে সৃষ্টি বুঝি যা'বে ভেঙে' চূরে' !
থামে ঝড়, বেদনার ঘূর্ণীপাকে ঘুরে'
ঝরে শুষ্ক ভ্রান্তিভুল, স্বপনের জাল
কাটে আঁধারের মত,—ওহে মহাকাল,
এ কি তব দেবাসন পাত ধ্বংসপুরে !
লুকায়ে র'ব না আর,—লও ভেঙে গ'ড়ে
যাহা ভাঙিবার, যাহা তুচ্ছ অমঙ্গল !
ভস্ম উড়ে গেছে যাক্, থাক্ বহ্নি প'ড়ে ;
হৃদিপদ্ম সরে, ফোটে প্রেম-শতদল !
বিছায়ে অজিনচর্ম্ম মর্ম্মের শ্মশানে
এস শিব, তাণ্ডবের লীলা-অবসানে !

ভেবেছিনু ফুরাবে না এ পথের ক্লেশ,—
বহু দিন, বহু মাস, বহু বর্ষ পরে
অতিক্রমি' অবশেষে কামনার দেশ,
সম্মুখে হেরিনু মোর মুহূর্ত্তের তরে
পরিপূর্ণ কৃতার্থতা, প্রতীক্ষার শেষ,
আশার সে প্রান্তভূমি,—প্রশান্ত অধরে
হাসির স্ফুরণটুকু, স্নিগ্ধ প্রত্যাদেশ
সে দৃষ্টির, সানুরাগ করুণার ভরে!
সে কপোল, সে নয়ন, সে রক্ত অধর
হেরিনু নিমেষ শুধু; শিহরি' মরমে
ঠেকানু অধরে ল'য়ে সে কোমল কর,
আর্ত্ত হৃদয়ের রুদ্ধ আদরে সম্ভ্রমে!
সবেদন আবেদন নীরব তৃষ্ণার,—
এইটুকু জন্মার্জ্জিত ক্ষুদ্র দাবী তা'র!

অন্তরের স্বর্গাসব-রসে বিকশিত
হাসিটুকু ফুটে' ওঠে ওই ওষ্ঠাধরে,—
একটি চুম্বন শুধু! মরমে গুমরে
সব প্রেম, প্রাণ মোর রয়েছে তৃষিত।
ফাগুন-ফুলের গন্ধে চিত্ত উলসিত
ভাবিলাম—'যা'বে ঝ'রে শীতের শিহরে
গন্ধটুকু, বরষের নিরুদ্ধ অন্তরে
পুঞ্জিত ব্যথার মত; আজি বিলসিত
অন্তর-সঞ্চিত মধু, কাল কোথা র'বে?'
চাহিনু নয়ন তুলি',—শুধু হাতখানি
অধরে ঠেকানু ল'য়ে সম্ভ্রমে নীরবে।
এইটুকু নিমেষের তুচ্ছ নিবেদন
আজন্মের পিপাসার,—তবু চিরন্তন
পরশমণির স্পর্শ দিল প্রাণে আনি'।

বৈকালী-আলোক-স্নিগ্ধ গগনের তীরে
নীরবে মিলায়ে যায় রৌদ্র-রক্ত দিন,—
যৌবনের তপ্ত মোহ যেন আজ ধীরে
স্মৃতির সায়াহ্ন-তটে হ'তেছে বিলীন !
গেছে দিবসের ভার, সন্ধ্যার সমীরে
আসে সুপ্তি, আসে শান্তি উদ্বেগবিহীন
ডুবে অন্তহীন অস্ত-সৌন্দর্য্যের নীরে
জীবনের সব ক্ষোভ তৃপ্তি-পরিক্ষীণ !
নাহি আর দীর্ঘশ্বাস, নাহি হাহাকার
দেখ চেয়ে দেখ এই মুছিনু নয়ন !
আছে শুধু পুষ্পময়ী স্মৃতি সুকুমার,
সারা জীবনের প্রীতি, সন্ধ্যার স্বপন !
ঘুচে সব তাপ দাহ, দরশ পরশ,
মর্ম্ম ব্যাপি' ফোটে প্রেম সহাস সরস !

নিভে যায় ধীরে ধীরে গগনের বুকে
সন্ধ্যার তরল কান্তি সুবর্ণের শিখা ;
কে যেন নীরবে আসি' ধরণীর মুখে
টেনে দেয় সায়াহ্নের স্বপ্ন-যবনিকা।
গোধূলির ছায়াতলে জানি না কি সুখে
চোখ ভ'রে আসে জলে ; স্বপন-মালিকা
সায়াহ্নের প্রীতি রচে স্নেহের কৌতুকে
ল'য়ে সে-দিনের সব স্মৃতি-কুহেলিকা।
এ স্নিগ্ধ সন্ধ্যার মত, আঁধারে নির্জ্জনে,
নূপুরবিহীন পদে, নিঃশব্দ অন্তরে,
তুমি ভেসে' আস যেন চিরদিনতরে
আমার প্রাণের মাঝে স্মৃতির নন্দনে,
ওগো মোর প্রীতিময়ী অতীতের ছায়া,
ওগো চির-বিরহের স্মৃতিময়ী মায়া!

আত্মা-বধূ আজ মোর করেছে ধারণ
প্রেমের দুকূল রাগরক্ত ঝল্‌মল্‌,
যেন বিবাহের চেলী! বুঝি অস্তাচল
দিবসের স্মৃতিরাগে সীঁদুর-বরণ
হ'য়ে গেছে, ভুলি' সব উত্তাপ দহন!
দু'ফোঁটা শিশির-অশ্রু করেছে শীতল
খর তপনের কর, তাই রক্ত-দল
গোলাপের প্রাণে শুধু শান্তি সায়ন্তন!
লুটায় চরণে তাই সব অন্ধকার
আলোর সৌন্দর্য্য-রাগ ভুঁধে শুধু প্রাণ;
ধরে আকুলিয়া তাই মলয় আবার,
চোখে শুধু ভাসে হাসি, কানে শুধু গান।
যখন নিভিল আলো, দিবা-অবসান,—
প্রেম আসি' খুলে' দিল মিলন-দুয়ার